সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬৫
WEEKLY BOOKLET:465

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব
"কথাবার্তার আদব" থেকে পঞ্চম অংশ

জিহ্বার হেফাযতের গুরুত্ব

- প্রচন্ড গরমে রোযা সহনীয় কিন্তু.... ৪
- রিযিকে সংকীর্ণতার একটি কারণ ৫
- মূর্খতার ৬টি আলামত ১৩
- পাঁচটি সর্বোত্তম উপদেশ ১৬

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জিহ্বার হেফাযতের গুরুত্ব(১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ "জিহ্বার হেফাযতের গুরুত্ব" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে জিহ্বার মাধ্যমে সংঘটিত গুনাহ ও অন্যান সকল গুনাহ থেকে বাঁচাও। আর তাকে তোমার পছন্দনীয় বান্দা বানাও এবং তাকে ও তার পিতামাতাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব - নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে, তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।

(আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৫/২২৭, হাদীস: ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এর বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কথাবার্তার আদব কিতাবের ৯৮-১১৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

আল্লাহ পাকের কাছে জিহ্বার দ্রুততার অভিযোগ

মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দেখলেন যে, মুসলমানের প্রথম খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের জিহ্বা মুবারককে হাত দ্বারা টেনে ধরেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলের নায়েব! আপনি এটা কী করছেন? তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: এটা আমাকে ধ্বংসের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, আর নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শরীরে এমন কোন অঙ্গ নেই যে, আল্লাহ পাকের কাছে জিহ্বার দ্রুততার অভিযোগ করে না।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৫। ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৩৫)

আমাকে মুখ থেকে বের করো না

শুনলেন তো আপনারা! মুসলমানের অন্যতম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতো ক্ষমাপ্রাপ্ত সাহাবী জিহ্বার ভয়াবহতাকে ভয় করতেন, নিঃসন্দেহে এতে আমাদের মতো লোকদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে, কেননা আমরা তো মুখে যা আসে তা বলে ফেলছি। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ লিখেন: অনেক কথা এমন হয়ে থাকে যা উক্তিকারীকে বলে: আমাকে মুখ থেকে বের করো না। **(মিনহাজুল আবেদীন উর্দু: ১৪৫। মিনহাজুল আবেদীন আরবী: ৬৬)**

জিহ্বাকে বন্দীতেই রাখা উচিত

আরবীতে প্রবাদ বাক্য রয়েছে: مَا شَیْءٌ اَحَقَّ بِطُوْلِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ কোন জিনিস জিহ্বা থেকে বেশী অধিকারী নয় বন্দী রাখার।

(মিনহাজুল আবেদীন উর্দু: ২১০, মিনহাজুল আবেদীন আরবী: ৯৬)

জিহ্বার হেফাযতের দ্বারা ইবাদতের উপর অটলতা লাভ

সাতজন আবিদ (ইবাদত গুজার) এর মধ্য হতে একজন আবিদ (অর্থাৎ ইবাদত গুজার) আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত ইউনুস عَلَیْہِ السَّلَام এর খিদমতে আরয করলেন: যে লোক পরিপূর্ণ চেষ্টার মাধ্যমে ইবাদতে মগ্ন থাকে তার ইবাদতের উপর যে অটলতা নসীব হয় তা জিহ্বার পরিপূর্ণ হেফাযতের ফলাফল। অতঃপর ঐ আবিদ (অর্থাৎ ইবাদত গুজার) আরয করলো: আপনার নিকট কোন জিনিস জিহ্বার হেফাযতের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় হওয়া উচিত না, কেননা অন্তরকে প্রত্যেক প্রকারের কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার মাধ্যম হলো এটিই।

(মিনহাজুল আবেদীন উর্দু:২১০, মিনহাজুল আবেদীন আরবী: ৯৬-৯৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অশ্লীল কথায় নিজেকে শাস্তি (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দায়গাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার সম্মানিত পিতা বললেন যে, হযরত কাইসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাদের এখানে আসরের পর তাশরীফ নিয়ে আসলেন আর আমার সম্মানিত পিতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি বললাম: তিনি শুয়ে আছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: তিনি আসরের পর শুয়ে আছেন? এই সময়? এটা কি শুয়ে থাকার সময়? এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আমরা এক ব্যক্তিকে তাঁর পিছনে পাঠালাম আর তাঁকে বললাম আপনি চলুন! আমি তাকে আপনার জন্য জাগিয়ে দিবো। ঐ ব্যক্তি মাগরিবের পর পুনরায় ফিরে আসলেন, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি তাকে সংবাদ প্রেরণ করেছো? বলল: তিনি নিজেকে নিয়ে এতো ব্যস্ত ছিল যে,

আমার কথার প্রতি মনোযোগই দেননি, আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি কবরস্থানে প্রবেশ করলেন আর নিজে নিজেকে দোষারোপ করে (অর্থাৎ বকা দিয়ে) বলতে লাগলেন: বান্দা যখন ইচ্ছা শয়ন করবে, তুমি এটা কেন বলেছো যে, এটা কেমন শোয়ার সময়! তোমার অহেতুক প্রশ্ন করা উচিত ছিল না, এখন আমি আল্লাহ পাকের নিকট প্রতিশ্রুতি করছি আর তা কখনো ভঙ্গ করবো না, আমি তোমাকে পূর্ণ এক বছর শয়ন করতে দিবো না। যখন আমি এটি শুনেছি তখন তাঁকে ছেড়ে পুনরায় চলে এসেছি।

(আল্লাহ ওয়ালো কী বাতে, ৬/২৬৯-২৭০)

سُبْحَانَ الله ! একদিকে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের আমল আর আফসোস! অন্যদিকে আমাদের বিকৃত অবস্থা যে, অহেতুক অভিযোগ, অনর্থক সমালোচনা এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাচ্ছি না, হায়! আমাদের জিহ্বার উপর যদি কোন লাগাম লাগানোর ব্যবস্থা হয়ে যেতো।

প্রচন্ড গরমে রোযা সহনীয় কিন্তু....

হযরত ইউনুস বিন উবাইদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (বিনয় করে) বলেন: আমার নফস (ইরাক শহরের) বসরার প্রচন্ড গরমে রোযা রাখার কষ্টতো সহ্য করতে পারবে কিন্তু অহেতুক কথাবার্তা সমূহ থেকে একটি শব্দও বাদ দেয়ার শক্তি রাখে না। (মিনহাজুল আবেদীন উর্দু: ১৪১। মিনহাজুল আবেদীন আরবী: ৬৪)

জিহ্বা হেফাযত করা অধিক হকদার

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে লজ্জা স্থানকে গুনাহ থেকে হেফাযত না করাও কঠোর গুনাহ ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। আর বাস্তবিকই ভালো বলার মধ্যে ভালোই আর মন্দ বলার মধ্যে মন্দ রয়েছে। জিহ্বা হাশরের দিন হয়ত বড় থেকে বড়দের ফাঁসিয়ে দিবে, এর হিফাযত

খুবই জরুরী। তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু হাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুমিনের উচিত নিজের লজ্জাস্থানের চেয়ে অধিক জিহ্বার হেফাযত করা।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৩/৩৩১, হিলয়াতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা: ৩/২৬৭, বানী নাম্বার: ৩৯০৯)

রিযিকে সংকীর্ণতার একটি কারণ

হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি নিজের অন্তরে কঠোরতা, শরীরে দুর্বলতা এবং রিযিকে সংকীর্ণতা দেখবে তখন জেনে নাও যে, তোমার থেকে অবশ্যই কোন অহেতুক কথা বের হয়েছে।

(মিনহাজুল আবেদীন, আরবী: ৬৫, মিনহাজুল আবেদীন উর্দু: ১৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক সব কথা শুনেন

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক কম কথা বলতেন, আর নিজের বন্ধুদের বলতেন: তোমরা চিন্তা করো নিজের আমল নামায় কি লিখাচ্ছো, কেননা তা তোমার প্রতিপালকের সামনে উপস্থাপন করা হবে। তাই যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা বলে তার জন্য আফসোস, যদি আপন বন্ধুকে দিয়ে কিছু লিখাও কখনো তাতে মন্দ শব্দ লিখালে তবে এটি তার সাথে তোমার নির্লজ্জতার কল্পনা হবে অতঃপর আল্লাহ পাকের সাথে তোমার কী আচরণ হবে? (তামবীহুল মুগতারীন, ১৯০)

যদি অনর্থক কথা বলার ক্ষেত্রে পয়সা দিতে হতো তখন?

হযরত মালেক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের আমল লিখক ফেরেশতা যদি প্রতিদিন তোমাদের কাছ থেকে ঐ কিতাবের মূল্য চায় যার মধ্যে তোমাদের ঐ আমল লিখা হচ্ছে তাহলে (পয়সা বাঁচানোর

জন্য) তোমরা নিজেরাই অনর্থক কথা বলা ছেড়ে দিতে, এটা বুঝার পরও (তোমাদের অনর্থক কথাবার্তা দ্বারা পরিপূর্ণ) ঐ কিতাবসমূহকে (BOOKS) তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে উপস্থাপন করা হবে, তাহলে তোমরা নিজেদেরকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত রাখছো না কেন?

(ইবনে আসাকির, ৫৬/৪১৮)

ফেরেশতারা প্রতিটি কথা লিখে

বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন সামনে থাকে বা কখনো শাসক চেয়ারে থাকে অর্থাৎ দুনিয়াবী শাসকের সামনে যেতে হয় তখন জিহ্বাকে খুব সংযত রাখা হয় কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও সম্মানিত ফেরেশতা প্রতিটি কথা লিখে রাখছেন, এরপরও জানি না নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার কথা লোকজন কিভাবে চিন্তা করে! মুখ দিয়ে গালি ইত্যাদি কিভাবে আসে! হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ বড়ই রহস্যজনক, কিরামান কাতেবীন (অর্থাৎ সম্মানিত লিখক ফেরেশতা) তার নিকটেই রয়েছে আর এর জিহ্বা হলো তাঁর কলম এবং এর থুথু হলো তাঁর কালি, এরপরও সে অহেতুক কথাবার্তা (অর্থাৎ অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা) বলতে থাকে! (তামবীহুল মুগতারিন: ১৯০)

الٰہی! بُری گفتگو سے بچانا　　مِری یاوہ گوئی کی عادت مِٹانا

ইলাহী! বুরী গুফতুগু সে বাঁচানা　　মেরী ইয়াওয়া গোয়ী কি আদাত মিটানা

ইয়াওয়া গোয়ী এর অর্থ হলো: অনর্থক কথাবার্তা বলা।

অনর্থক কথাবার্তা সম্পর্কে একটি ঘটনা

হযরত আবু উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমরা হযরত মুহাম্মদ বিন সোকা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি বলেন: আমি কি

তোমাদের এমন কথা শুনাবো না যা আমাকে উপকারিতা প্রদান করবে, আর হতে পারে তা তোমাদেরও উপকারিতা প্রদান করবে? একবার হযরত আতা বিন আবু রাবাহ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: হে ভাতিজা! তোমাদের পূর্ববর্তী গমনকারী লোকেরা অহেতুক কথাবার্তা অপছন্দ করতো, তারা কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করা, নেকীর হুকুম দেয়া, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ব্যতীত সকল প্রকারের কথাবার্তাকে অহেতুক কথাবার্তা হিসাবে গণ্য করতো। তোমরা কি আল্লাহ পাকের ঐ বাণীকে অস্বীকার করতে পারবে? যেভাবে বর্ণিত রয়েছে:

وَ اِنَّ عَلَیۡکُمۡ لَحٰفِظِیۡنَ ﴿۱۰﴾ کِرَامًا کَاتِبِیۡنَ ﴿۱۱﴾

(পারা:৩০, সূরা: ইনফিতার, আয়াত: ১০-১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় তোমাদের উপর কিছু সংখ্যক রক্ষনাবেক্ষণকারী রয়েছে, সম্মানিত লিখকগণ।

অপর জায়গায় বর্ণিত রয়েছে:

عَنِ الۡیَمِیۡنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِیۡدٌ ﴿۱۷﴾ مَا یَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَیۡهِ رَقِیۡبٌ عَتِیۡدٌ ﴿۱۸﴾

(পারা: ২৬, সূরা: ক্বাফ, আয়াত: ১৭-১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: একজন ডানে বসে অপরজন বামে। এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

তোমাদের মধ্যে কি কারো লজ্জা আসবে না যে, যদি তার সারা দিনের আমলনামা তার সামনে খোলা হয় তাহলে তাতে অধিকাংশ ঐ জিনিস দেখা যাবে যার সাথে না দ্বীনের সম্পর্ক আছে না দুনিয়ার সম্পর্ক।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ৩/৪৪০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাতটি মাদানী ফুলের ফারুকী পুষ্পধারা

মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন (১) অহেতুক কথা বলা থেকে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করা হয়। (২) অহেতুক দৃষ্টি অর্থাৎ অপ্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো বা অযথা বিভিন্ন জিনিস বা বিভিন্ন দৃশ্য দেখা থেকে বেঁচে থাকবে তাকে নম্র অন্তর (কোমল হৃদয়) প্রদান করা হয়। (৩) অপ্রয়োজনে আহার করা (অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিস আহার করা) যে ব্যক্তি ছেড়ে দিবে তাকে ইবাদতের স্বাদ প্রদান করা হবে। (৪) অনর্থক হাসাহাসি থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে শান ও শওকত এবং ঐশ্বর্য্য দান করা হবে। (৫) হাসি ঠাট্টা থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তির ঈমানের নূর নসীব হবে। (৬) দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে পরকালের ভালোবাসা প্রদান করা হবে। (৭) অপরের দোষত্রুটি অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সামর্থ্য লাভ করবে। (আল মাম্বাহাত, পৃষ্ঠা: ৮৯-৯০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অনর্থক কথাবার্তার হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে

বর্ণনা করা হয়েছে: اِیَّاكَ وَالۡفُضُوۡلَ فَاِنَّ حِسَابَہٗ یَطُوۡلُ অর্থাৎ অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো! কেননা এর হিসাব দীর্ঘ হবে।

(মিনহাজুল আবেদীন আরবী: ৬৭, মিনহাজুল আবেদীন উর্দু:১৪৭)

বলবে না বিপদে পড়বে না

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: اِحۡفَظۡ لِسَانَكَ لَاتَقُوۡلُ فَتُبۡتَلَى اِنَّ الۡبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالۡمَنۡطِقِ

অনুবাদ: নিজের জিহ্বাকে হেফাযত করো, বলবে না বিপদে পড়বে না, নিঃসন্দেহে বিপদ কথাবার্তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে। (মিনহাজুল আবেদীন আরবী: ৬৬)

বক্তার জ্ঞানের অনুমান হয়ে যায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

(১) اَلَا اِحۡفَظۡ لِسَانَكَ اِنَّ اللِّسَانَ سَرِيۡعٌ اِلَى الۡمَرۡءِ فِيۡ قَتۡلِهٖ

(২) وَاِنَّ اللِّسَانَ دَلِيۡلُ الۡفُؤَادِ يَدُلُّ الرِّجَالَ عَلٰى عَقۡلِهٖ

(১) নিজের জিহ্বার হেফাযত করো কেননা এটি এমন একটি সাধারণ অংশ (PARTS) যা খুব দ্রুত মানুষকে ধ্বংসে পতিত করে।

(২) নিঃসন্দেহে জিহ্বা মানুষের অন্তরের উপর দলিল যা বক্তার জ্ঞানের অনুমান হয়ে যায়। (মিনহাজুল আবেদীন, আরবী: ৬৬, মিনহাজুল আবেদীন উর্দু: ১৪৪)

মন্দ কথা বলা ব্যক্তির প্রতি উপদেশ

শেখ আফজালুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক ব্যক্তিকে মন্দ কথা বলতে দেখে বললেন: হে ভাই! আল্লাহ পাক বান্দার কান ও জিহ্বা বানিয়েছেন যাতে ভালো কথা শুনে বা ভালো কথা বলে, কুরআনে পাক ও হাদীসে পাক, আযান ও ইমাম থেকে তাকবীরে তাহরীমা আর যা তোমাকে উপদেশ প্রদান করে তার উপদেশ শ্রবণ করা। আর জিহ্বা ও কানকে হাসি-ঠাট্টা, গীবত, মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা, চুগলী, এবং অহেতুক কথাবার্তা শুনার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। হে ভাই! নিজের কান ও জিহ্বাকে অহেতুক ব্যবহার

করা থেকে বিরত থাকো, এটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতি। আর যদি জিহ্বার দ্রুততার ভিত্তিতে কোন গুনাহ পূর্ণ কথা বের হয়ে যায় তাহলে দ্রুত তাওবা ও ইস্তিগফার করুন। (আল মানানাল কোবরা: ৫৪৭)

দা'ওয়াতে ইসলামী নামাযী বানিয়ে দিল

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ ইসলামী ভাইদের পাশাপাশি ইসলামী বোনদের জন্যও উপকারী। যেমনিভাবে ডাসকা (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী বোন কিছু সাধারণ মেয়েদের মতো নাজায়িয ফ্যাশনে লিপ্ত ছিল আর নামায থেকেও দূরে ছিল। অতঃপর তার আপন মামার ব্যবস্থাপনায় দ্বীনি মাদরাসায় পড়ার জন্য যাওয়া হতো, যেখানে এক দিন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত কিছু ইসলামী বোন সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দেয়ার জন্য আসলো যার ফলে সেও নিজের বান্ধবীদের পীড়াপীড়িতে ইসলামী বোনদের ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো, সেখানে সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনলো, সম্মিলিত ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো আর সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিল। দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর একদিন সে আসলো, তারা ইসলামী বোনের ১২ দিনের মাদানী কোর্স (যাকে এখন দ্বীনি কাজের কোর্স বলা হয়) ও করালো। সে দা'ওয়াতে ইসলামীর এমন বরকত লাভ করলো যে, ফরয নামায আদায় করার পাশাপাশি নফল নামাযও আদায় করতে লাগলো। তার উৎসাহ এমন যে, নিজের গ্রামে খুব দ্বীনি কাজ করবো আর যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্বাস অবশিষ্ট থাকবে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকবো।

پِلا کر مئے عشق دیگا بنا یہ تمہیں عاشِقِ مصطفٰے مَدَنی ماحول
اے اسلامی بہنو! تمہارے لئے بھی سُنو ہے بہت کام کا مَدَنی ماحول

পিলা কর মায়ে ইশক দেগা বানা ইয়ে,
তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল।
আয় ইসলামী বেহনো! তুমহারে লিয়ে ভি,
সোনো হে বহোত কাম কা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ: ৬৪৮)

জিহ্বা মূলত আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত সিংহ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আবি মুতি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন:

(১) لِسَانُ الْمَرْءِ لَيْثٌ فِي كَمِيْنٍ اِذَا خَلّٰى اِلَيْهِ لَهُ اِغَارَهْ

(২) فَصُنْهُ عَنِ الْخَنَا بِلِجَامِ صَمْتٍ يَكُنْ لَكَ مِنْ بَلِيَّاتٍ سِتَارَهْ

(১) জিহ্বা (ধ্বংস করার ক্ষেত্রে) আক্রমণ করার জন্য ওত পেতে থাকা সিংহের ন্যায় প্রস্তুত, যে সুযোগ পেলেই ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। (২) এজন্য তাকে (অর্থাৎ জিহ্বাকে) নিশ্চুপের লাগাম দিয়ে অহেতুক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখ, এভাবে তুমি অনেক বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। (মিনহাজুল আবেদীন আরবী: ৬৬, মিনহাজুল আবেদীন উর্দূ: ১৪৫)

ছিঁড়ে আহারকারী পশু

এক কুরাইশী বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কোন আলিম সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি নিশ্চুপ থাকেন কেন? বললেন: আমি আমার জিহ্বাকে ছিঁড়ে আহারকারী পশুর ন্যায় পেয়েছি, আমার ভয় হচ্ছে যে, যদি আমি তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিই তাহলে এটি আমাকে কেটে খেয়ে ফেলবে। (এক চুপ সো সুখ (খামুশি কে ফাযায়িল :২১)

সম্পদের হেফাযত সহজ কিন্তু জিহ্বার....?

সম্পদকে মানুষ সিন্দুকে তালা বদ্ধ করে নিরাপদে রাখতে পারে। সম্পদ বেশি হলে তো অস্ত্র সজ্জিত পাহারাদার বসিয়েও নিরাপত্তা দেওয়া যায় কিন্তু যোগ্যতা তো তাই! কোন ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে হেফাযত করার ক্ষেত্রে সফল হয়ে যায়।

যেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছি হযরত মালেক বিন দিনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বললেন: মানুষের জন্য জিহ্বার হেফাযত সম্পদের হেফাযতের চেয়ে কঠিন। (ইত্তেহাফুস সাদাত, ৯/১৪৪)

নিজের সম্পদের হেফাযতের বিষয়ে নিঃসন্দেহে সবাই সতর্ক থাকে অথচ সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলেও তা শুধুমাত্র দুনিয়ারই ক্ষতি, কিন্তু আফসোস শত কোটি আফসোস! এখন জিহ্বার হেফাযতের চিন্তা খুবই কমে গেছে, নিঃসন্দেহে জিহ্বার হেফাযত না করার কারণে দুনিয়াবী ক্ষতির সাথে সাথে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরিপূর্ণ (POSSIBILITY) সম্ভাবনা রয়েছে।

بَک بَک کی یہ عادت نہ سرِ حَشْر پھنسادے زَباں کا ہو عطا قُفلِ مدینہ

বক বক কি ইয়ে আদাত না সরে হাশর ফাঁসা দে
যবাঁ কা হো আতা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ: ৯৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আশিকদের ৬টি আলামত

বলেন:

عاشِقاں را شش نِشاں سَت اے پِسر!   آہِ سَر دو رنگ زَرد و چشمِ تر

گر تُرا پُرسَند سِہ دیگر کُدام؟   کم خُورَد، کم گُفتَن و خُفتَن حرام

<u>**অনুবাদ**</u>**:** আশিকদের আলামত এই ছয়টি: (১) মাশুককে স্মরণ করে মুখ থেকে আহ! শব্দ যে বের করে (২) চেহারার রং হলুদ হওয়া (৩) চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত করা (৪) কম আহার করা (৫) কম কথা বলা ও (৬) কম শয়ন করা।

মূর্খতার ৬টি আলামত

কথায় কথায় রাগ করা, বক বক করতে থাকা, অনর্থক খরচ করা, সবাইকে গোপন কথা বলতে থাকা, যে কাউকে বিশ্বাস করে বসে থাকা, মন্দ সঙ্গ থেকে বেঁচে না থাকা এবং সৎ সঙ্গ অবলম্বন না করা, এসব কিছু মূর্খতার আলামত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিল যে, ৬টি কথা এমন রয়েছে যার মাধ্যমে মূর্খদের চেনা যায়: (১) রাগের সময় অর্থাৎ নিজের মতের বিপরীত প্রতিটি কথায় রেগে যাওয়া, হোক সেটা কোন মানুষের পক্ষ থেকে বা কোন পশুর ইত্যাদির কারণে। (২) অহেতুক কথাবার্তা বলা, সুতরাং বুদ্ধিমানদের উচিত অনর্থক কথা না বলা, বরং তার উপকার মূলক কথাবার্তা বলা উচিত, হোক সেটা দুনিয়ার কল্যাণ বা পরকালের কল্যাণ (৩) অনর্থক ব্যয় করা, অর্থাৎ এটাও মূর্খতার আলামত, সম্পদ এমন জায়গায় খরচ করে যেখানে কোন প্রতিদান বা উপকার অর্জন হয় না। (৪) প্রত্যেকের নিকট গোপন কথা বলে বেড়ানো। (৫) যে কারো উপর ভরসা করা (৬) বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য না করা, অর্থাৎ যথার্থ হলো

এটাই যে, মানুষ নিজের বন্ধু (নেককার লোকদের) চিনে থাকে তাদের মতো আমল করবে, আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। আর শত্রুকে (অসৎ ব্যক্তিকে) চিনে তার থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রথম শত্রু তো শয়তান, সুতরাং শয়তানের কোন কথা মানবেন না (আর প্রতিটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।) (তামবিহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা: ১১৫)

অহেতুক কথাবার্তার ৪টি ভয়াবহ ক্ষতি

হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ চারটি কারণ (REASONS) থেকে অহেতুক কথাবার্তার অনিষ্টতা বর্ণনা করেন: (১) অহেতুক কথাবার্তা কিরামান কাতেবীনদের (অর্থাৎ আমল লিখক সম্মানিত ফেরেশতা) লিখতে হয়, সুতরাং মানুষের উচিত তাদেরকে লজ্জা করা এবং তাদের অহেতুক কথা লিখার কষ্ট যেন না দেয়। আল্লাহ পাক পারা ২৬ সূরা ক্বাফ এর ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

مَا یَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَیۡهِ رَقِیۡبٌ عَتِیۡدٌ ﴿۱۸﴾

<u>কানযুল ঈমানের অনুবাদ</u>: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

(২) এই কথাটি ভালো নয় যে, অহেতুক কথা দ্বারা পূর্ণ আমলনামা আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থাপন করা হোক। (৩) আল্লাহ পাকের দরবারে সকল সৃষ্টির সামনে বান্দাকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, নিজের আমলনামা পাঠ করে শুনাও! এখন কিয়ামতের ভয়ানক কঠোরতা তার সামনে হবে, মানুষ পোশাক বিহীন হবে, খুব পিপাসার্ত হবে, ক্ষুধার কারণে কোমর ভেঙ্গে পড়বে, জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধাগ্রস্থ হবে এবং সকল প্রকারের প্রশান্তি তার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। চিন্তা তো করুন!

এমন কষ্টের মুহূর্তে অহেতুক কথাবার্তা দ্বারা পরিপূর্ণ আমলনামা পাঠ করে শুনানো কেমন কষ্টদায়ক হবে! (হিসাব করে দেখুন যদি প্রতিদিন শুধু ১৫ মিনিটও অহেতুক কথাবার্তা বলে থাকি আর যদি প্রতিমাসে ৩০ দিন আবশ্যক করে নেয় তাহলে এক মাসে সাড়ে সাত ঘন্টা হয়। আর এক বছরে ৯০ ঘন্টা, উদাহরণস্বরুপ কেউ যদি পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে (AVERAGE) ১৫ মিনিট অহেতুক কথাবার্তা বলে তাহলে ১৮৭ দিন ১২ ঘন্টা হয়, অর্থাৎ ছয় মাসের চেয়ে অধিক, তাহলে চিন্তা করুন! কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন সূর্য শুধু এক মাইল উপর থেকে আগুনের বর্ষণ করবে অর্থাৎ কঠিন ভয়াবহ গরমের তাপ বর্ষণ হবে, এমন প্রচন্ড গরমের মধ্যে নিয়মিত (CONTINUOUSLY) ভাবে ছয় মাস পর্যন্ত, কে আমলনামা পাঠ করে শুনাবে! এটাতো ৫০ বছর বয়সীদের অবস্থা যা শুধুমাত্র দৈনিক (অর্থাৎ DAILY) পনের মিনিটের অহেতুক কথাবার্তা বলার হিসাব, আমাদের তো অনেক সময় কয়েক ঘন্টা বন্ধুর সাথে অহেতুক খোশগল্পে অতিবাহিত হয়ে যায়, গুনাহে পূর্ণ কথা এবং অন্যান্য মন্দ কাজ ব্যতীত শুধু এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায়) (৪) কিয়ামতের দিন বান্দাকে অহেতুক কথাবার্তার জন্য তিরস্কার করা হবে, তাকে লজ্জিত করা হবে, বান্দার নিকট তার কোন উত্তর থাকবে না আর সে আল্লাহ পাকের সামনে লজ্জা ও অনুশোচনায় অশ্রু সিক্ত হয়ে যাবে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৬৭)

ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ! میں دوں گا　　اللہ! زباں کا ہو عطا قفلِ مدینہ

হার লফজ কা কিস তরাহ হিসাব আহ! মে দুঙ্গা
আল্লাহ! যঁবা কা হো আতা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা:৯৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকা শিখো

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত: চুপ থাকা শিখো অতঃপর হিলম (অর্থাৎ নম্রতা ও ধৈর্য্য) শিখো, অতঃপর ইলম শিখো, এরপর আমল শিখো, অতঃপর ইলম শিখাও আর প্রচার প্রসার করো। (শুয়াবুল ঈমান: ২/২৮৮, বাণী নাম্বার: ১৭৯১)

ইবাদতের সূচনা নীরবতা থেকে

হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইবাদতের শুরু হলো নীরবতা, অতঃপর ইলম অর্জন করা, এরপর তা স্মরণ রাখা, অতঃপর তার উপর আমল করা ও তা ছড়িয়ে দেয়া। (তারিখে বাগদাদ ৬/৬)

নীরবতা ইবাদতের চাবি

হযরত ইমাম সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: বলা হয়ে থাকে, অধিক নীরবতা ইবাদতের চাবি।

(আস সামতু মাআ মাওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া, পৃষ্ঠা: ৭/২৫৫, বানী নাম্বার: ৪৩৬)

পাঁচটি সর্বোত্তম উপদেশ

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: (সাহাবী ইবনে সাহাবী) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে আমি এটা বর্ণনা করতে শুনেছি, পাঁচটি জিনিস আমার নিকট বাহনের জন্য প্রস্তুতকৃত কালো (BLACK) ঘোড়া থেকে অধিক প্রিয়:

(১) উপকার বিহীন কথাবার্তা বলো না কেননা এটা অনর্থক, আর আমার তোমার গুনাহপূর্ণ (মন্দ কথায়) লিপ্ত হওয়ার ভয় হচ্ছে, আর

উপকারমূলক কথাবার্তাও অনুপযুক্ত স্থানে বলো না কেননা কিছু উপকারমূলক কথাবার্তার বক্তা অনুপযুক্ত স্থানে উপকারমূলক কথাবার্তা বলার দ্বারা কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়।

(২) কোন নম্র ও সহনশীল (অর্থাৎ ধৈর্যধারণকারী) এবং কোন কান্ড জ্ঞানহীন বোকা ব্যক্তির সাথে তর্কবিতর্ক করো না কেননা নম্র ও সহনশীল (ধৈর্যধারণকারী) অসন্তুষ্ট হয়ে তোমার ব্যাপার অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং বোকা ব্যক্তি তোমাকে (উল্টা-পাল্টা কথা বলে) কষ্ট দেবে।

(৩) নিজের ভাইয়ের আলোচনা তার অগোচরে সেভাবে করো যেভাবে আলোচনা করাটা তুমি তার পক্ষ থেকে নিজের জন্য পছন্দ করো, আর ঐ কথাবার্তা গুলোকে ক্ষমা করে দাও যার ব্যাপারে তুমি আশা করো যে, সে তোমাকে ক্ষমা করে দিক।

(৪) আপন ভাইয়ের সাথে এমন আচরণ করো যেভাবে তুমি আশা করো যে, সে তোমার সাথে করুক।

(৫) ঐ ব্যক্তির ন্যায় আমল করো যার বিশ্বাস হয় যে, নেকী করার দ্বারা তাকে (উত্তম প্রতিদান) দেয়া যাবে এবং গুনাহ করলে পাকড়াও হতে হবে। (ইহইয়াউল উলুম উর্দু:৩/৩৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকার ফযিলত সম্পর্কে প্রিয় নবীর চারটি বাণী

(১) مَنْ صَمَتَ نَجَا যে চুপ রইলো সে মুক্তি পেলো। (তিরমিযী: ৪/২২৫, হাদীস: ২৫০৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ চুপ থাকা মুক্তির কারণ কিন্তু কল্যাণের কথা বলা, ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং

যিকির অযীফা ও কুরআনে পাকের তিলাওয়াত সর্বদা করতে থাকা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। (আল ইসতিজকার, ৭/৩৭২) হযরত আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসে পাকের অর্থ এটা দাঁড়ায় যে, (مَنْ صَمَتَ) عَنِ النُّطْقِ بِالشَّرِّ (نَجَا) অর্থাৎ যে চুপ থাকে (মন্দ কথা বলা থেকে) সে মুক্তি পায়। (আত তাইসির ২/৪২৮)

(২) اَلصَّمْتُ سَيِّدُ الْاَخْلَاق নীরবতা চরিত্রের সর্দার। (আল ফেরদৌস ২/৪১৭, হাদীস: ৩৮৫০)

(৩) اَلصَّمْتُ اَرْفَعُ الْعِبَادَةِ নীরবতা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। (আল ফেরদৌস: ২/৪১৭, হাদীস: ৩৮৪৯) হাদীসের ব্যাখ্যা: নীরবতা ইবাদতের প্রকার (KINDS) সমূহ হতে একটি, কেননা অধিকাংশ ভুল জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পেয়ে থাকে। (সিরাজিম মুনীর শরহে জামে সগীর: ৩/২৭৯)

(৪) اَلصَّمْتُ زَيْنٌ لِّلْعَالِمِ, وَسِتْرٌ لِّلْجَاهِل অর্থাৎ নীরবতা আলিমের জন্য সৌন্দর্য আর মূর্খের জন্য পর্দা। (জামে সগীর: ৩১৮, হাদীস: ৫১৫৯)

৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নীরবতার উপর অটল থাকা ৬০ বছর ইবাদত থেকে উত্তম।

(শুয়াবুল ঈমান: ৪/২৪৫, হাদীস: ৪৯৫৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেন: যদি কোন ব্যক্তি ৬০ বছর পছর পর্যন্ত ইবাদত করে কিন্তু অধিক কথা বলে, ভালো মন্দ পার্থক্য না করে, এর চেয়ে এটা ভালো যে, কিছুক্ষণ চুপ থাকা, কেননা নিশ্চুপ থাকাতে পরকালের চিন্তাও হয়েছে, নফসের সংশোধনও, আল্লাহ পাকের স্মরণে ডুবে থাকাও, অন্তরের যিকিরের সমুদ্রেও ডুব দিতে থাকা, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের স্মরণে ডুবে যাওয়াও। (মিরআত ৬/৩৬১)

ভালো কথা বলো অথবা চুপ থাকো

হায়! বুখারী শরীফের এই হাদীসটি আমাদের মন ও মস্তিষ্কে ভালোভাবে বসে যাক, যাতে এটাও রয়েছে: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ যে আল্লাহ পাক ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার উচিত ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী: ৪/১০৫, হাদীস:৬০১৮)

প্রিয় নবী দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم طَوِيْلَ الصَّمْت অর্থাৎ নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন। (শরহুস সুন্নাহ, ৭/৪৫, হাদীস: ৩৫৮৯) হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: নীরবতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াবী কথাবার্তা (অর্থাৎ দুনিয়াবী কথা) থেকে নীরবতা পালন করা, অন্যথায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবান আল্লাহ পাকের যিকিরে সিক্ত থাকতো, অপ্রয়োজনে কথাবার্তা বলতেন না, এই যিকির হলো জায়িয কথাবার্তা, নাজায়িয কথাবার্তা তো জীবনে পবিত্র জবানে আগমনও করে নাই, মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি পবিত্র জীবনে একবারও জবানে পাকে আসেনি। হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আপদমস্তক হকের উপর ছিলেন তাহলে তিনি পর্যন্ত, বাতিল কিভাবে পৌঁছবে! (মিরাত ৮/৮১)

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরূদ শরীফের ফযিলত ১
আল্লাহ পাকের কাছে জিহ্বার দ্রুততার অভিযোগ ২
আমাকে মুখ থেকে বের করো না ২
জিহ্বাকে বন্দীতেই রাখা উচিত ২
জিহ্বার হেফাযতের দ্বারা ইবাদতের উপর অটলতা লাভ ৩
অশ্লীল কথায় নিজেকে শাস্তি (ঘটনা) ৩
প্রচন্ড গরমে রোযা সহনীয় কিন্তু ৪
জিহ্বা হেফাযত করা অধিক হকদার ৪
রিযিকে সংকীর্ণতার একটি কারণ ৫
আল্লাহ পাক সব কথা শুনেন ৫
যদি অনর্থক কথা বলার ক্ষেত্রে পয়সা দিতে হতো তখন? ৫
ফেরেশতারা প্রতিটি কথা লিখে ৬
অনর্থক কথাবার্তা সম্পর্কে একটি ঘটনা ৬
সাতটি মাদানী ফুলের ফারুকী পুষ্পধারা ৮
অনর্থক কথাবার্তার হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে ৮
বলবে না বিপদে পড়বে না ৯
বক্তার জ্ঞানের অনুমান হয়ে যায় ৯
মন্দ কথা বলা ব্যক্তির প্রতি উপদেশ ৯
দা'ওয়াতে ইসলামী নামাযী বানিয়ে দিল ১০
জিহ্বা মূলত আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত সিংহ ১১
ছিঁড়ে আহারকারী পশু ১১
সম্পদের হেফাযত সহজ কিন্তু জিহ্বার....? ১২
আশিকদের ৬টি আলামত ১৩
মূর্খতার ৬টি আলামত ১৩
অহেতুক কথাবার্তার ৪টি ভয়াবহ ক্ষতি ১৪
চুপ থাকা শিখো ১৬
ইবাদতের সূচনা নীরবতা থেকে ১৬
নীরবতা ইবাদতের চাবি ১৬
পাঁচটি সর্বোত্তম উপদেশ ১৬
চুপ থাকার ফযিলত সম্পর্কে প্রিয় নবীর চারটি বাণী ১৭
৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম ১৮
ভালো কথা বলো অথবা চুপ থাকো ১৯
প্রিয় নবী দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন ১৯

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

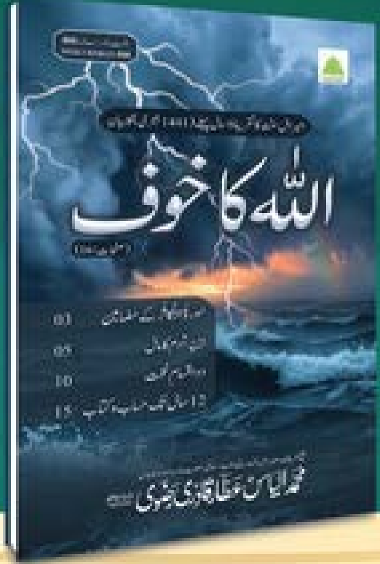

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৩৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৭৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net